দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN 1 1 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা : অতঃপ

াক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা সকল উন্নয়নের পূর্বশর্ত।
ন্তু শিক্ষা যদি নিম্নমানের হয়, জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল
বে। জাতি হবে সকল ক্ষেত্রে দুর্বল। উন্নয়নের গতি
বে ধীর, আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে জাতি মাথা উঁচু
রে দাঁড়াতে পারিবে না। উন্নত শিক্ষা, উন্নত জাতি।
াক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয়
রা উচিত যাতে মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষকতা পেশায়
াগিয়ে আসে—সুধীজনমাত্রই এ কথা স্বীকার করেন।
াধীনতার পর পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও আমাদের
াক্ষা অবহেলিত, অধিকাংশ শিক্ষক বৈষম্য-বঞ্চনার
াকার। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি একটা ভয়াবহ দুষ্ট ক্ষত। যে
দশে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগে মেধার মূল্যায়ন হয় না,
াক্ষকের চাকরি হয় টাকার বিনিময়ে, শিক্ষক নিয়োগে
য় দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি, নিয়োগ-বাণিজ্য, সে দেশের
বিষ্যৎ অন্ধকার, প্রকৃত উন্নয়ন সুদূরপরাহত। বিগত দশ
ছরে বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র শিক্ষা
তিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য
্যাগ-তিতিক্ষার নয়, মূল উদ্দেশ্য শিক্ষক নিয়োগের
াধ্যমে বিশাল অংকের অবৈধ অর্থ উপার্জন। গত দশ
ছর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে হয়েছে রমরমা নিয়োগ-বাণিজ্য।
বসরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় নেই কোন তদারকী, নেই কোন
িয়ন্ত্রণ। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য মেধাবী শিক্ষক
িয়োগের কথা বলা হলেও গত দশ বছরে কোন
ার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অবেশেষে জোট সরকার ২০০৫ সালে মেধার
নিবন্ধন আইন পাস করেছেন। শিক্ষক নিবন্ধনে
পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলাফলও প্রকাশিত হ
যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের সার্টিফি
প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধ
পরীক্ষা মূলত বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ম
পরীক্ষায় যারা কৃতকার্য হয়েছেন তারা শিক্ষক হ
প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছেন, চূড়ান্ত যোগ
শিক্ষক নিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়
করে চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কোন
প্রতিষ্ঠানে ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে একজন শিক্ষকে
প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দশ
আবেদনকারী থাকলে মেধার নিরপেক্ষ মূল্যায়ে
মাধ্যমে একজনকে বেছে নিতে হবে। এক্ষেত্রে
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষাই নয়, প্রয়োজনে Cl
demonstration-এর মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নি
করতে হবে। শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শি
নিয়োগ দুর্নীতির একটি অপকৌশল। নিবন্ধন প
কারণে শিক্ষক নিয়োগ সাময়িক বন্ধ ছিল। আব
হয়েছে। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যব
হবে এবং তদারকি করতে হবে যাতে মেধার ভি
শিক্ষক নিয়োগ হয়, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও
স্বজনপ্রীতি বন্ধ হয়। অযোগ্য শিক্ষক শিক্ষাপ্রতি
জন্য বোঝা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। দুর্নীতি কর
শিক্ষক নিয়োগ দেয়া মানে শিক্ষাকে ধ্বংস করা

শামসুদ্দিন আহমেদ